বাংলা উচ্চারণের নিয়ম

২০.০১.২০২২

প্রশ্ন: উচ্চারণরীতি বলতে কী বোঝ ?

উৎ + √চারি + অন = উচ্চারণ (Pronunciation) ।

উচ্চারণ হচ্ছে ভাষার মৌখিক রূপ (Oral form)।

শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলোকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণের কতকগুলো নিয়ম-নীতি আছে। সেগুলোকে উচ্চারণরীতি বলে।

যেমন– 'নদী' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ 'নোদি'। তদ্রূপ: কবিতা > কোবিতা, খেলা > খ্যালা ইত্যাদি।

প্রশ্ন: বাংলা উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখো। * ১৬, ১৯

বাংলা উচ্চারণের ৫টি নিয়ম–

১. আদ্য 'অ' ধ্বনির পর ই/ঈ বা উ/ঊ থাকলে 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ 'ও' হয়।
যেমন– অতি (ওতি), ছবি (ছোবি), মধু (মোধু), বধূ (বোধু) ইত্যাদি।

২. মধ্য 'অ' ধ্বনির ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত সূত্র প্রযোজ্য।
যেমন– কাকলি (কাকোলি), জলধি (জলোধি), সুমতি (শুমোতি) ইত্যাদি।

৩. শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে অন্ত্য 'অ' ধ্বনি 'ও'-রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন– কর্ম (কর্‌মো), ধর্ম (ধর্‌মো), শক্ত (শক্‌তো), ভক্ত (ভক্‌তো) ইত্যাদি।

৪. আদ্য 'এ' ধ্বনির পর অ/আ থাকলে 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ 'অ্যা' হয়।
যেমন– কেন (ক্যানো), একা (অ্যাকা), খেলা (খ্যালা) ইত্যাদি।

৫. শব্দের শুরুতে 'ক্ষ' ধ্বনির উচ্চারণ 'খ' হয়।
যেমন– ক্ষয় (খয়), ক্ষমা (খমা), ক্ষতি (খোতি), ক্ষণিক (খোনিক্) ইত্যাদি।

*প্রশ্ন: 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লেখো। * ১৬, ১৭, ১৯*

'অ' ধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম–

১. আদ্য 'অ' ধ্বনির পর ই/ঈ বা উ/ঊ থাকলে 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ 'ও' হয়।
যেমন– অতি (ওতি), ছবি (ছোবি), মধু (মোধু), বধূ (বোধু) ইত্যাদি।

২. মধ্য 'অ' ধ্বনির ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত সূত্র প্রযোজ্য।
যেমন– কাকলি (কাকোলি), জলধি (জলোধি), সুমতি (শুমোতি) ইত্যাদি।

৩. মধ্য 'অ' ধ্বনির পূর্বে অ, আ, এ, ও থাকলে 'অ' ধ্বনি 'ও'-রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন– কমল (কমোল্), কানন (কানোন্), বেতন (বেতোন্), ওজন (ওজোন্) ইত্যাদি।

৪. অন্ত্য 'অ' ধ্বনির পূর্বে 'ং' থাকলে 'অ' ধ্বনি 'ও'-রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন– অংশ (অঙ্‌শো), বংশ (বঙ্‌শো), ধ্বংস (ধঙ্‌শো), দুঃখ (দুক্‌খো) ইত্যাদি।

৫. শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে অন্ত্য 'অ' ধ্বনি 'ও'-রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন– কর্ম (কর্‌মো), ধর্ম (ধর্‌মো), শক্ত (শক্‌তো), ভক্ত (ভক্‌তো) ইত্যাদি।

প্রশ্ন: 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। ১৬, ১৭, ১৮

'এ' ধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম–

১. আদ্য 'এ' ধ্বনির পর অ/আ থাকলে 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ 'অ্যা' হয়।
যেমন– কেন (ক্যানো), একা (অ্যাকা), খেলা (খ্যালা) ইত্যাদি।

২. 'এ' ধ্বনির পর ই/উ থাকলে 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ অবিকৃত 'এ' হয়। যেমন– দেখি, ঢেঁকি, ধেনু, রেণু।

৩. অন্ত্য 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ অবিকৃত 'এ' হয়। যেমন– পথে, ঘাটে, মাঠে।

৪. একাক্ষর (mono-syllable) সর্বনামপদের উচ্চারণ অবিকৃত 'এ' হয়। যেমন– কে, সে, যে।

৫. খাঁটি বাংলা শব্দে 'এ' ধ্বনি উচ্চারণ 'অ্যা' হয়।
যেমন– তেনা (ত্যানা), টেরা (ট্যারা), পেঁচা (প্যাঁচা) ইত্যাদি।